তারিখ 01 ... 1998 ... ...
পৃষ্ঠা... ২ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক খবর

33

নভেম্বরের মধ্যে দাবী পূরণের ডাক

সরকারী কলেজ শিক্ষক সমাবেশে হট্টগোল ।। উত্তপ্ত বাক বিতন্ডা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সরকারের সাথে হাত মেলানোর অভিযোগ এনে তুমুল হট্টগোল ও উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডার মধ্যদিয়ে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের মহাসমাবেশ শেষ হয়েছে।

সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়েছে, দাবীর ব্যাপারে সরকারের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়িত না হলে পয়লা ডিসেম্বর থেকে সরকারী কলেজ শিক্ষকরা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করবেন।

গতকাল রোববার সকালে ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি আহূত মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অধ্যক্ষা জাহানারা বেগমের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ মহাসমাবেশে একমাত্র বক্তা ছিলেন সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক এ কে এম আলী রেজা এবং তিনি প্রায় সোয়া একঘন্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি ঘোষণা করেন - 'আমি ১৮-দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘ আন্দোলন ও সরকারের সাথে আলোচনার বিষয়

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

সরকারী কলেজ শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরবো এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' কিন্তু বক্তৃতা শেষে তিনিই ঘোষণা করেন 'এখন মহাসমাবেশের সিদ্ধান্ত পাঠ করবেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক এ বি এম গোলাম আলী।' বক্তৃতায় মহাসচিব ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কোন কর্মসূচী না দিয়ে সরকারকে সময় দেয়ার ইঙ্গিত দেন। ফলে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

মহাসচিবের বক্তৃতা শেষ হবার সাথে সাথে শিক্ষকদের মধ্য থেকে সমস্বরে প্রতিবাদ শুরু হয়। শিক্ষকরা মহাসচিবকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন-আন্দোলন থামিয়ে দেয়া হচ্ছে কেন? দীর্ঘদিন কর্মসূচী না দেয়ার অর্থ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া। আমরা এটা মানি না। চারদিক থেকে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। অনেক শিক্ষক সীট ছেড়ে মঞ্চের কাছে চলে যান।

তুমুল হট্টগোলের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'যদি সবাই কথা বলেন, গন্ডগোল করেন, তবে আপনারা থাকুন, আমরা যাই।' এতেও শিক্ষকরা শান্ত না হলে তিনি তাদেরকে বোঝানোর জন্য মঞ্চের নীচে চলে আসেন।

এ পর্যায়ে যুগ্ম-সম্পাদক গোলাম আলী মাইকে মহাসমাবেশের ঘোষণা পাঠকালে বলেন, আপনারা মনে করছেন আমরা সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তা ঠিক নয়। আমরা এখন আপনাদের সামনে কর্মসূচী সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করছি। আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, ১৮-দফা দাবীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা না হলে আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে দেশের সকল সরকারী কলেজে অবিরাম কর্মবিরতি শুরু হবে। ঘোষণা পাঠ শেষে তিনি বলেন, এই হলো আমাদের প্রস্তাব। দেখুন, আন্দোলনে কোন বিশ্বাসঘাতকতা হয়নি। আমাদের প্রাণপ্রিয় ও কৌশলী রেজা ভাই অতীতের কোন আন্দোলনেও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। এবারও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। পরে তিনি প্রশ্ন করেন-এ প্রস্তাব কি গৃহীত? কিছুসংখ্যক শিক্ষক হাত তুলে বলেন-পাস।

এ পর্যায়ে সভানেত্রী অধ্যক্ষা জাহানারা বেগম কোন বক্তব্য ছাড়াই সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং শিক্ষকদের মৌনমিছিল শুরু হয়। মৌন মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

মহাসমাবেশে বক্তৃতাকালে সমিতির মহাসচিব আলী রেজা বলেন, আল্লাহকে হাজির-নাজির করে বলতে চাই, কোন মিথ্যে বলব না। যা হয়েছে, যা করেছি তাই বলব। অনেকে বলছেন, শিক্ষকদের আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে আমরা সরে পড়বো। কিন্তু তা হবে না। আন্দোলনের বিরোধিতা কিছু লোক করবে তাতে কিছু আসে যায় না।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৮-দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পরেও যখন বাস্তবায়িত হয় না, এখন বুঝলাম শক্তিধর আরো কেউ আছেন। দেখলাম, ভিক্ষুককে কেউ সম্মান করে না। দুর্বলকে কেউ সমীহ করে না। তাই কারো দান আর দয়ার জন্য বসে না থেকে আমরা আন্দোলনে এসেছি। আমাদের জয় অনিবার্য। ১৮-দফার একটা দফা ছেড়ে দিয়েও আমরা আপোস করব না।